EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-885-5500-20
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
ধর্মীয় সহনশীলতা ও শান্তির ওপর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ
ব্র্যাক সেন্টার অডিটরিয়াম, মহাখালী, ঢাকা
আগস্ট ২২, ২০১৩

অধ্যাপক ম্যাবেল গোমস্, জন জে কলেজ অব ক্রিমিন্যাল জাস্টিস, নিউ ইয়র্ক

ফাদার ম্যাসিমো ক্যাটারিন, চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স, হলি সী

...এই ইন্টারফেইথ ডায়ালগ ফোরামে অন্যান্য আয়োজকগণ

আমাদের সম্মানিত বক্তাগণ

...আর আপনারা সবাই যারা আমার মতো বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে শান্তি বজায় থাকুক বলে বিশ্বাস করেন

আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, আদাব ও শুভ সন্ধ্যা

বিতর্কটা অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলো

আমরা দিনাজপুরের পথে ছিলাম

আমার স্ত্রী গ্রেস গাড়ীর ডান দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললো সরষে ৰেতগুলো কত সুন্দর

আমি তার সাথে সম্মতি জানালেও বললাম যে আমার জানালা দিয়ে যে বিভিন্ন সবুজের সমাহারবিশিষ্ট ধান দেখা যাচ্ছে তা আরো সুন্দর

গ্রেস আমার জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললো যে ধানগুলো সুন্দর তবে সরষে ৰেতের সবুজ ও হলুদ বর্ণের সমাহার আরো সুন্দর।

এই বিতর্ক শুরব হলো

...গাড়ীর কোন পাশে বাংলাদেশের সৌন্দর্য্য প্রকৃতঅর্থে বোঝা যাচ্ছে?

দিনাজপুরে পৌঁছে বিতর্কের সমাপ্তি ঘটলো

পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা দুজনই বাংলাদেশের পল্লী এলাকার সৌন্দর্য্য ও জাদু উপলব্ধি করতে পেরেছি।

...রঙের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যতা

...সেটা সরষের সবুজ ও হলুদের সমাহার হোক কিংবা সম্প্রতি বপন করা ধানের বিভিন্ন সবুজ রঙের সমাহারই হোক না কেন...

...বৈচিত্র্যতা...

...বৈচিত্র্যতা হলো বাংলাদেশের জাদু ও সৌন্দর্য্য...

...সেটা পল্লী এলাকার বিভিন্ন বর্ণের সমাহারই হোক...

...আর মানুষের সমাহারই হোক...

অবশ্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য্য আর সবচেয়ে বড় জাদু হলো এদেশের মানুষ... এই মহান জাতির চমৎকার মানুষ।

আমাদের বক্তারা বাংলাদেশ ও বিশ্বের প্রধান ধর্ম: ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম নিয়ে কথা বলে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের বৈচিত্র্যতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশ যে বিভিন্ন ধর্মের ঐতিহ্য পরিপূর্ণ সেটা আমি আর গ্রেস টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সিলেট থেকে সাতৰীরা ঘুরে বেড়ানোর সময় লৰ্য করেছি।

আমরা পাহাড়পুরের প্রাচীন বৌদ্ধবিহার দেখেছি এবং বান্দরবন ও রাঙামাটির চমৎকার মন্দির ঘুরে এসেছি এবং চট্টগ্রামের চটেশ্বরি মন্দিরও দেখেছি...

...আমরা বাগেরহাটের সাত গম্বুজ মসজিদ দেখেছি আর ঢাকায় তারা মসজিদ দেখেছি

...আমরা ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির দেখেছি এবং দেশের অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় স্থান দেখেছি

...আমরা পুরোনো ঢাকায় আরমেনিয়ান গীর্জা ঘুরে এসেছি, ময়মনসিংহের মাঠে চ্যাপেল দেখেছি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন গীর্জা দেখেছি

আমি ও গ্রেস বাংলাদেশের ধর্মবৈচিত্র্যতা দেখেছি, যেটা সম্বন্ধে আমাদের বক্তাগণ আজ এখানে কথা বলেছেন...এ বৈচিত্র্যতাকে আমেরিকানরা সাধুবাদ জানায় কারণ আমাদের দেশেও ধর্মীয় বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান

শত শত বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মের এই মানুষগুলো কিভাবে পাশাপাশি সুখশান্তিতে বসবাস করেছে এবং এখনো একে অপরের পাশে সুখ ও মিত্রতার সঙ্গে বসবাস করছে সেটাই হলো আমাদের প্রধান উপলব্ধি

আমরা যেখানেই যাই আমরা দেখি যে সকল বাংলাদেশীদের আকাঙ্খা একই।

তারা কেবল নিজেদের জন্য ও নিজ সন্তানদের জন্য একটি উন্নত জীবন চায় যাতে তারা নিজ পরিবারকে ভালো, নিরাপদ আশ্রয়, পর্যাপ্ত, পুষ্টিসম্মত খাদ্য, ভালো স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্মত শিৰা প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশীরা কেবল সুখে শান্তিতে বসবাস করতে চায়

এজন্য, তারা নিজ প্রতিবেশীদের , প্রতিবেশীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

পরস্পরের ধর্মের প্রতি এই সম্মানবোধ গ্রাম ও কম্যুনিটি পর্যায়ে দেখা যায় যখন প্রতিবেশীগণ একসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় ছুটি ও উপলৰ্য উদযাপন করে

বাংলাদেশের ধর্মগুলোর প্রতি এই সম্মানবোধ জাতীয় পর্যায়েও দেখা যায় যখন প্রত্যেক ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উপলৰ্যে জাতীয় ছুটি উদযাপন করা হয়

আমি আর এমন কোনো দেশের কথা জানি না যেখানে রাষ্ট্রপতি ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করেন

এসব কিছু এদেশের মানুষের ধর্মীয় বৈচিত্র্যতা আলিঙ্গন করে নেয়াকেই প্রকাশ করে...আর এটাই বাংলাদেশের আসল জাদু ও সৌন্দর্য্য

এমতাবস্থায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ অত্যন্ত বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক

গত সেপ্টেম্বরে রামুতে বৌদ্ধ মন্দির ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা আমাদের সবার মনে আছে

ফেব্রৰয়ারিতে নোয়াখালি, কুমিলৰা, বরিশাল, সাতৰীরা, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কথাও আমাদের মনে আছে

এধরনের আক্রমণ বাংলাদেশের চেতনা সংশিৰষ্ট নয় ... বাংলাদেশের চেতনা হলো সহনশীলতার, নমনীয়তার, গ্রহণযোগ্যতার...এমন একটি চেতনা যা বাংলাদেশের সুখ-শান্তিতে বসবাস করার চিত্রের প্রতিফলন ঘটায়।

আমার মতে, সংখ্যালঘূদের ওপর এই আক্রমণটা খুব কমৰেত্রেই ধর্ম কেন্দ্রিক

এটা মূলত ৰমতার লোভ, আর্থিক লাভের আশা যা সস্তা রাজনীতিবিদগণ ও লোভী ভূমিদস্যূরা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ধর্মের নামে সংঘাতের সৃষ্টি করছে

এই সস্তা রাজনীতিবিদ ও ভূমি দস্যূগণ দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ

অতি সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে রানা পৰাজার লোভী ভূমি দস্যূ মালিক এক হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে জমি দখল করে সেটার ওপর ভবন নির্মাণ করে আর সেটা এখন বিশ্বব্যাপী লোভ, দুর্নীতি ও সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে ভূমিদস্যূতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি, সুশীল সমাজের প্রতি ও বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আহবাণ জানাই যে তারা যেন এই সস্তা রাজনীতিবিদ ও ভূমিদস্যূদের প্রত্যাখ্যান করে যারা ৰমতা ও সম্পদ লাভের আশায় নিজ স্বার্থের জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে...

সকল ধর্মের সকল বাংলাদেশীর আকাঙ্খা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহবাণ জানাই ...যাতে তারা নিজের জন্য এবং নিজ সন্তানদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার পথে শান্তিতে বসবাস করে।

আমি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আহবাণ জানাই তারা যেন এই জাতির সুখ ও শান্তির ঐতিহ্যকে ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবার করার ঐতিহ্যকে আরো শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলে

আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আহবাণ জানাই... প্রত্যেক ধর্মের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবাণ জানাই যারা দেশের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমঝোতার সেতু গড়ে তোলেন...আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আহবাণ জানাই আপনারা নিজ প্রভাব, বোঝানোর ৰমতা ব্যবহার করে প্রত্যেক বাংলাদেশীর অন্বেষণের সেই সুখ ও শান্তি গড়ে তুলুন।

সকল বাংলাদেশীকে একত্রিক করা শান্তির মূল্যবোধ ও সুখের ঐতিহ্যকে আরো এগিয়ে নিতে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব প্রদানকালে আপনারা সোনার বাংলা গড়ে তুলছেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার পথে এ দেশের ধর্মীয় নেতাদের সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত